NOV. 1 5 2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

02

প্রশাসনিক সংস্কারে আর অগ্রগতি হইবে না ॥ বিদায় নিতেছে কমিশন

মাঈনুল আলম ॥ বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রশাসনিক সংস্কারের কাজে আর অগ্রগতি হইতেছে না। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পর নূতন সরকারকে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রশাসনিক সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এদিকে চলতি নভেম্বর মাসেই জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের পূর্ব-নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইতেছে। কমিশন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব অসম্পূর্ণ রাখিয়াই বিদায় গ্রহণ করিবে। এমনকি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা কিংবা সংস্কার বাস্তবায়ন, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিবার কোন ব্যবস্থাই থাকিতেছে না। নির্বাচন-পরবর্তী নূতন সরকারকেই প্রশাসনিক সংস্কারের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময়ে কমিশনের ইতিপূর্বে পেশকৃত সুপারিশসমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারকের সহিত আলাপ করিয়া জানা যায়, (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় নিকটবর্তী হওয়ায় সরকারকে রাজনীতি ও নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি লইয়া ক্রমশঃ ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। প্রশাসন সংস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখন হ্রাস পাইবে। কারণ যে কোন বিষয়ে সংস্কার সাধনের অর্থই হইল পুরাতন জিনিস বদলাইয়া নূতনভাবে সাজানো। এই কাজ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক সরকার ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক হইলে ইহার কিছু নেতিবাচক দিকও রহিয়াছে। তাহা হইল, এই ধরনের সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে যে কোন সরকারকে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। সংস্কারে লোকবল হ্রাস ও সুষমকরণ, সরকারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, কর্ম পদ্ধতি বদল করিয়া নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ কতিপয় যুগান্তকারী ও বিপ্লবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যাহা সাধারণতঃ জনপ্রিয় হয় না। ইহার পরও যুগের চাহিদা পূরণ, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ সরকার প্রতিষ্ঠা এবং দাতা ও উন্নয়ন অংশীদারদের ভাষায় 'ভাল সরকার' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সরকারকে সংস্কার কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চালাইয়া যাইতে হয়।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে '৯৮ সালে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিবকে মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। দুই বছর মেয়াদী কমিশন গত জুন মাসে প্রথম পর্যায়ের তিন খন্ড রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৭৩টি সরকারী দপ্তর, সংস্থা ও কর্পোরেশনের জনবল সুষমকরণ ও কাঠামোগত সংস্কারের কাজ শুরু করে। এই পাঁচ মাসে কমিশন মাত্র ২১টি দপ্তরের উপর রিপোর্ট তৈরী করে, যাহা শীঘ্রই সরকারের নিকট পেশ করা হইবে। এদিকে আগামী ৩০শে নভেম্বর কমিশনের মেয়াদ শেষ হইবে। হয়ত কমিশন কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই বিদায় লইবে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের মেয়াদ শেষের পর একটি সেল গঠন করা হইবে। যদিও কথিত এই সেলের কাঠামো এখনও সুস্পষ্ট হয় নাই। এইদিকে পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের পেশকৃত সুপারিশগুলি পর্যায়ক্রমে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিবেচনার জন্য এখন আর এজেন্ডাভুক্ত হইতেছে না। চলতি বছরের গোড়ার দিকে কয়েকটি সুপারিশ মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেচনা ও অনুমোদন করিয়াছিল। ধারণা করা হইতেছে নির্বাচন নিকটবর্তী হইয়া আসায় সরকারের অগ্রাধিকার তালিকা হইতে সংস্কার বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে নীতিনির্ধারকগণও আপাততঃ আর আগ্রহী নন।

ইহাছাড়া সংস্কার কার্যক্রমের কারিগরি ও আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদানকারী দাতাদেশ ও সংস্থাদের প্রত্যাশা, গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন এবং সুপারিশগুলি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হউক। বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য স্থায়ী কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও ...